সনাতন হিন্দু ধর্ম

আকাশ মালিক

(শ্রী শ্রী কল্যাণ পান্ডের জ্ঞাতার্থে)

হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান সকলেই দাবী করেন তাঁদের ধর্ম-গ্রন্থ কোরান, পুরাণ, বেদ, মনুসংহিতা, রামায়ন, বাইবেল, তাওরাত, জবুর সব গুলোই বিজ্ঞান দ্বারা প্রমানিত সত্য। সব গুলোতেই আছে তা-বৎ মানব জাতির কল্যাণ আর কল্যাণ। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস আর বর্তমান বাস্তবতা প্রমান করে ঠিক তার উল্ঠোটা। প্রতিটি ধর্ম বিশ্বাসীই নির্লজ্জভাবে দাবী করেন একমাত্র তার ধর্মই সাম্যবাদী, তার ধর্মই সহিষ্ণুতা, মানবতা ও ন্যায় বিচার শিক্ষা দেয়। অতচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, জগতে ধর্মের নামে যত অন্যায়, নিষ্ঠুরতা, বীভৎসতা, বর্বরতা, জঘন্যতা, রক্তপাত, নিপীড়ন, শোষণ, অবদমন, অধিকার হরণ, বঞ্চনা, জাতি নির্যাতন, গোষ্ঠি নির্যাতন, নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন, শ্রম শোষণ, যৌন শোষণ সংঘঠিত হয়েছে, আর কোন কিছুর কারণে ওরূপ অমানুষিক, বিবেকহীন ক্রিয়াকলাপ সংঘঠিত হয়নি। মুসলমানের আল্লাহ্, হিন্দুর ভগবানকে ভালবাসার কোন কারণ নেই, তেমনি হিন্দুর ভগবান খৃষ্টানের গড বা মুসলমানের আল্লাহ্কে ভালবাসতে পারেনা। জেহোভা (হজরত মুসা নবী) যেমন ইহুদী জাতিকে আল্লাহ্র একমাত্র মনোনীত জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, মুহাম্মদও বিদায়ে হজ্বের আরাফাতের ময়দানে শেষ ভাষনে একই কথা বলেছেন। বাইবেলেও লেখা আছে ‘একমাত্র খৃষ্টান ধর্মই আল্লাহ্র কাছে গ্রহনযোগ্য ধর্ম।’ আল্লাহ্, ভগবান, গড তিন জনই নিষ্ঠুর ঘাতক। তারা একে অন্যকে উৎখাত করার জন্য প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের জন্মলগ্ন থেকে। কিন্তু আজ অবদি তারা বহাল তবিয়তে টিকে আছেন। আর আছেন বলেই তাদের নামে মানুষ খুন করতে হয়। মানুষের রক্ত ছাড়া আল্লাহ্, ভগবান, গড কেউ বাঁচতে পারেননা। তাই তাদেরকে খুশি রাখার জন্যে ভারতে ভাঙ্গতে হচ্ছে বাবরী মস্জিদ, আফগানিস্থানে ভাঙ্গতে হচ্ছে বৌদ্ধমূর্তি, যাত্রী ভর্তি উড়োজাহাজ নিয়ে ঢুকতে হচ্ছে আমেরিকার টুইন- টাওয়ারে, ম্লেচ্ছ মুসলমান নিধন করতে হচ্ছে গুজরাঠে। মানব ইতিহাসের কলংক মধ্যযুগের ক্রুসেডে নিহত হয়েছেন অগণিত খৃষ্টান ও মুসলমান। ইউরোপে তাওরাত কিতাবের নির্দেশের উপর ভিত্তি করে 'ভুতগ্রস্ত' অনেক নর-নারী ও শিশুকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের এক শ্লোকের ওপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষের নির্মম ধর্মীয় অনুষ্ঠান- সতীদাহ, সহমরণে হাজার হাজার নিরপরাধ নারী বলিদান হয়েছে চিতার 'পবিত্র' অগ্নিতে। বিধবা প্রথার কল্যাণে অগণিত যুবতী নারী হয়েছে পতিতা, করেছে আত্মহত্যা।

হিন্দু-ধর্ম নারীকে যেভাবে অপমান করেছে জগতের কোন ধর্মই এত অপমান করে নাই। পৃথিবীর জঘন্যতম অশ্লীল বইয়ের একটি বই 'মনুসংহীতা'।

সনাতন হিন্দু-ধর্মের ওপর আলোচনার প্রারম্ভে কয়েকজন মহাপুরুষ ও দেব-দেবীর জন্মপরিচয় জেনে নেয়া যাক।

- সুপ্রসিদ্ধ মুনি এবং শাস্ত্রবেত্তা পরাশর কর্তৃক অবিবাহিতা মৎস্যাগন্ধা গর্ভবতী হয় এবং সেই গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামক মুনির জন্ম হয়, পরবর্তিকালে এই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি বেদ বিভাগ করেন এবং বেদব্যাস নামে অভিহিত হন। (*মহাভারত ৭০-৭৬পৃঃ*)

- বেদব্যাস মুনি মাতৃ আদেশে কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বিচিত্র বীর্যের দুই বিধবা স্ত্রী এবং জনৈকা দাসীর গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র, পান্ডু, ও বিদুরের জন্মদান করেন।
- পঞ্চপান্ডব খ্যাত পান্ডুর পাঁচ পুত্রের একজনও পান্ডুর ঔরসজাত ছিলেননা। পান্ডু-পত্নি কুন্ডির গর্ভে, ধর্মের ঔরসে যুদিষ্ঠির, ইন্দ্রের ঔরসে অর্জুন, পবনের ঔরসে ভীমের জন্ম হয়। (*মহাভারত ৮৬পৃঃ*)
- দেবরাজ ইন্দ্র তদীয় গুরু গৌতম মুনির স্ত্রী অহল্যার সতীত্ব হরণ করেন। (*পদ্মপুরাণ ১৬৫-১৬৯ পৃঃ*)
- প্রখ্যাত মুনি সৌদাস নন্দনের স্ত্রী দয়মন্তীর গর্ভে অনেক সন্তানের জন্ম দেন। (*মহাভারত ৮৬পৃঃ*)
- অত্রি মুনির পুত্র এবং বৃহষ্পতি মুনির শিষ্য চন্দ্রদেব স্বীয় গুরুপত্নি তারা-দেবীকে উপভোগ করেন।
- প্রখ্যাত মুনি বৃহষ্পতি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গর্ভবতী স্ত্রী সমতা দেবীর সাথে রতিক্রীয়া (সঙ্গম) করেন।
- কুন্ডি দেবী অবিবাহিত অবস্থায় সুপ্রসিদ্ধ কর্ণের জন্ম দেন।
- ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচুড়ের স্ত্রী তুলশী দেবীর সাথে রতিক্রীয়া করেন। (*ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ*)

হিন্দু-ধর্মানুযায়ী নারীর চরিত্র-

নৈতা রূপং পরীক্ষান্ত নাসাং বয়সি সংস্থিতি
সুরূপম্বা বিরূপম্বা পুমানিত্যব ভুঞ্জতে।। (মনুসংহিতা-৯অঃ ১৪ শ্লোক)
অর্থাৎ- স্ত্রীরা সৌন্দর্য অন্বেষণ করেনা, যুব বা বৃদ্ধ ইহাও দেখেনা, সুরূপ বা কুরূপ হউক, পুরুষ পাইলেই উহার সহিত সঙ্গম করিতে চায়।

পৌংশ্চল্যাচ্চল চিত্তচ্চ নৈঃ স্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ
রক্ষাতাং যত্ন তোহলীহ ভর্ত্তৃশ্চেতা বিকুবর্তে।। (মনুসংহিতা-৯অঃ ১৫ শ্লোক)
অর্থাৎ-পুরুষ দর্শন মাত্র স্ত্রীদিগের, উহার সহিত ক্রীড়ার (সঙ্গম করিবার) ইচ্ছা জাগে, এবং চিত্তের স্থিরতার অভাবে স্বভাবতঃ স্নেহশুন্যতা প্রযুক্ত ভর্ত্ত কর্তৃক রক্ষিতা হইলেও স্ত্রীলোক ব্যভিচার প্রভৃতি কুক্রীয়া করে।

এবং স্বভাবং জ্ঞাত্বাসাং প্রজাপতি দিসর্গজম
পরমং যত্ন মাতিষ্টেৎ পুরুষো রক্ষনং প্রতি।। (মনুসংহিতা-৯অঃ ১৬ শ্লোক)
অর্থাৎ- বিধবা কর্তৃক স্ত্রীদিগের এইরূপ স্বভাব সৃষ্ট, পুরুষ ইহা বিলক্ষণ অবগত হইয়া তাহাদিগকে রক্ষণের প্রতি অতিশয় যত্নবান থাকিবে।

শয্যাসন মলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জ্জবম
দ্রোহ ভাবং কুচর্যাঞ্চ স্ত্রী-ভ্যো মনুর কল্পয়ৎ।। (মনুসংহিতা-৯অঃ ১৭ শ্লোক)
অর্থাৎ- শয়ন, উপবেশন, ভুষণ, ক্রোধ, কৌটিল্য, পরহিংসা, ঘৃণিত ব্যবহার এই সকল স্ত্রীলোকের স্বভাব-গত, ইহা সৃষ্টি সময়ে মনু স্বয়ং কল্পিত করিয়াছেন।

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রীয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মো ব্যবস্থিতঃ
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রশ্চ স্ত্রীয়ো স্বইতমিতি স্থিতিঃ।। (মনুসংহিতা-৯অঃ ১৮ শ্লোক)

অর্থাৎ- যেহেতু স্ত্রীলোকদিগের মন্ত্র দ্বারা জাত-কর্মাদি সংস্কার হয়না, এজন্য ইহাদিগের নির্মল অন্তঃকরণ হয়না এবং বেদ স্মৃতিতে অধিকার নাই। এজন্য পাপ হইলে মন্ত্র দ্বারা তাহা স্খালন করিতে পারেনা, অতএব ইহারা কেবলই মিথ্যা পদার্থ।

হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী নারীর একমাত্র প্রভু এবং উপাস্য হলো তার স্বামী। একমাত্র স্বামী সেবাই স্ত্রীলোকদিগের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ বলে ধর্ম সাব্যস্ত করেছে। স্বামীর মৃত্যুর পরে ব্রাহ্মণ-বিধবাদিগের জন্যে ধর্মে, শিব-লিঙ্গের পুজার ব্যবস্থা করা হলেও, যেহেতু স্বামী ছাড়া নারীদের অন্য কোন উপাস্য নাই, সেহেতু শিবের লিঙ্গকে স্বামী মনে করে শিব-লিঙ্গের পুজা করতে হবে। আর স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুর পরেও স্বামীরই সম্পদ থাকবে।

ন নিস্ক্রয়বিসর্গাভ্যাং ভর্ত্তুর্ভার্য্যা বিমুচ্যতে
এবং ধর্মং বিজ্ঞানীমঃ প্রাক প্রজাপতি নিন্মিতম।। (মনুসংহিতা-৯অঃ ৪৬ শ্লোক)

অর্থাৎ- বিক্রয়ে বা ত্যাগে পতির ভার্য্যাত্ব সম্মন্ধ যায়না, ব্রহ্মা ইহাই কহিয়াছেন। ঐ ধর্ম আমরা অবগত আছি।

সুতরাং বুঝা গেল, স্বামী যদি মৃত্যু বরণ করে, স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে কিংবা বিক্রয় করে তবুও ঐ নারীর ওপর হতে পুরুষের স্বামীত্বের অধিকার যায়না। তাই নারী, ভজনা করবে শুধু পুরুষেরই।

কণ্যাং ভজন্তি মুৎকৃষ্টং ন কিঞ্চিদপিদপয়েৎ। (মনুসংহিতা-৮অঃ ৩৬৫শ্লোক)

অর্থাৎ- স্ত্রীলোকগণ কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্ধ না করিয়া আপনাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরুষদিগকে সহবাসার্থে ভজনা করিবে।

তবে নারীকে মনু কিছুটা যৌন-স্বাধীনতাও দিয়েছেন। আসলে নারীর যৌন-স্বাধীনতা নয়, নারীকে বেশ্যা বানিয়ে পুরুষের চাহিদা মেটানোর এক অমানবিক জঘন্য কৌশল।

দেবরাদ্বা-সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রীয়ঃ সম্যক বিযুক্তয়া
প্রজেস্পি তাধি গন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে।। (মনুসংহিতা-৯ অঃ ৫৯ শ্লোক)

অর্থাৎ- সন্তানের অভাবে স্ত্রী, পতি প্রভৃতি গুরুজন কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া, দেবর অথবা অন্য যে-কোন সপিণ্ড হইতে অভিলষিত সন্তান লাভ করিবে।

সনাতন হিন্দু ধর্মের শ্রেণীভেদ, জাতিভেদ আট প্রকারের বিবাহ, বারো প্রকারের সন্তান এগুলো আজ থাক। শুধু নিয়োগ প্রথা, ও দেবরের দ্বারা সন্তান উৎপাদন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। ভগবান মনু বলেন-

‘তথৈবা ক্ষেত্রিণো বীজং পরক্ষেত্রে প্রবাপিন /
কুবর্বন্তি ক্ষেত্রিণামর্থংন বীজী লভতে ফলম।। (মনুসংহিতা-৯ অঃ ৫১ শ্লোক)

অর্থাৎ- যেমন গবাদি গর্ভে উৎপন্ন বৎস গো-স্বামীর (গাভীর স্বামী) হয়, তেমনি পর পুরুষে উৎপাদিত সন্তান উৎপাদকের হয়না ক্ষেত্রীরই হয়।

ফলন্ত নভি সন্ধায় ক্ষেত্রিণাং বীজি নান্তথা /
প্রত্যক্ষং ক্ষেত্রিণামর্থ্যে বীজাদ্ যোনির্গরীয়সী।। (মনুসংহিতা-৯ অঃ ৫২ শ্লোক)

অর্থাৎ-যদি কোন ব্যক্তি নিজ বীজ পরক্ষেত্রে বপন করে তবে বীজ বপনকারী সে ফল ভোগের কর্তা না হয়ে ক্ষেত্রই ফল ভোগের কর্তা হবেন।

নিয়োগ প্রথায় সন্তান উৎপাদনকারী পুরুষগণের মধ্যে “এই স্ত্রীতে আমাদের সন্তান উভয়ের হবে” এমন অভিসন্ধি না থাকলে, উৎপাদিত সন্তান ক্ষেত্রীরই হবে, কারণ বীজ অপেক্ষা যোনিই প্রধান। উল্লেখ্য, ‘নিয়োগ প্রথায়’ স্বামীর মৃত্যুর পর বিবাহ ছাড়া দেবর অথবা অন্য পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করানো বেদানুযায়ী বৈধ। একটা উদাহরণ দেয়া যাক- ‘শান্তনু রাজার পুত্র বিচিত্রবীর্য যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়ে অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। ফলে তার মাতা মৎস্যগন্ধা (পরবর্তিকালে সত্যবতী) বংশরক্ষার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় তিনি

সপত্নী গঙ্গার পুত্র ভীষ্মদেবকে আহ্বান করেণ এবং কনিষ্ঠ পুত্র বিচিত্রবীর্যের দুই বিধবা স্ত্রী যথাক্রমে অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্রোৎপাদনের প্রস্তাব করেণ। ভীষ্মদেব ইতিপূর্বে কোন কারণে জীবনে বিবাহ করবেননা বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তাই পুত্রোৎপাদনে ভীষ্মদেব অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেণ। অনন্যোপায়ে সত্যবতী অবিবাহিত অবস্থায় পরাশর মুণির ঔরসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামে তার যে (জারজ) সন্তান হয়েছিল তাঁকে আহ্বান করেণ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মায়ের আদেশ পালনার্থে তাতে সম্মতি জানান এবং তার দুই ভ্রাতৃবধু ও তাদের দাসীর গর্ভে একটি একটি করে মোট তিনটি পুত্রের অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র, পান্ডু, এবং বিদুরের জন্ম দেন। (- মহাভারত-)

অন্যত্র মনু কিন্তু ভ্রাতৃবধুকে দেবরের মা এবং দেবরকে ভ্রাতৃবধুর ছেলে হিসেবে সম্মান দেখাতে বলেছেন। ভাইয়ের মৃত্যুর পর ভ্রাতৃবধুর সাথে পুত্রোৎপাদনে সঙ্গম করা (মনুর ভাষ্যানুযায়ী) পরোক্ষভাবে মায়ের সাথেই সঙ্গম করা। আর এ কাজটি চলতে থাকবে, পুত্রোৎপাদনে যতদিন সময় লাগে ততদিন পর্যন্ত। তবে সুহৃদয় ভগবান মনু বিধবা রমণীদের দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন একটি শর্তে। শর্তটি হলো 'স্বামীর মৃত্যুকালে যদি তার (নারীর) যোনি অক্ষত থাকে।' কিন্তু হায়, বিধি বাম। বিধবাদের এই সুখ টুকুও পরাশর মুণির সইলোনা। নিয়োগ-প্রথা বা দেবরাদির দ্ধারা সন্তানোৎপাদনের কাজ যতই ঘৃণ্য, অশ্লীল এবং ন্যাক্যারজনক হোক, তা চালু থাকায় হতভাগিনী বিধবাদের দুরন্ত যৌবনজ্বালা নিবারণের কাজ চলে যাচ্ছিল। কিন্তু মহামুণি পরাশর সেটাও সহ্য করতে পারলেননা। তিনি ঘোষনা দিলেন- অম্বালম্ভং গবালম্ভং সন্যাসং পলপৈত্রিকং / দেবরেণ সুতোৎপত্তি কলৌপঞ্চ বিবর্জয়েৎ। -(পরাশর সংহিতা)
অর্থাৎ- অশ্বমেধ গোমেধ যজ্ঞ, সন্নাস-অবলম্বন, মাংস দ্ধারা পিতৃ-শ্রাদ্ধ এবং দেবরের দ্ধারা পুত্রোপাদন এই পাঁচটি কলিকালে বর্জন করতে হবে।

এবারে অন্যান্য ধর্ম-পুস্তকাদি হতে কিছু শ্লোক-
নির্দয়ত্বং, তথা-দ্রোহং কুটিলত্বং বিশেষতঃ / অশৌচং নির্ঘৃনত্বঞ্চস্ত্রীনাং দোষা স্বভাবজাঃ।। (স্কন্দ-পুরাণ, নাগর খন্ডম। ৬০ নং শ্লোক ৪৯৫৩ পৃঃ)
অর্থাৎ-নির্দয়ত্ব, দ্রোহ, কুটিলতা, অশৌচ, ও নির্ঘৃণত্ব এই সমস্ত দোষ নারী জাতির স্বভাবজঃ
অন্তবিষঃ ময়া-হোতা --বহির্ভাগে মনোরমাঃ / গুঞ্জাফল সমাকারা ঘোষিতঃ সর্বদৈবহি।। (স্কন্দ-পুরাণ, নাগর খন্ডম, ৬১ নং শ্লোক)
অর্থাৎ- নারী জাতি সর্বদাই গুঞ্জাফলের ন্যায় বাহিরে মনোহর। ভগবান উশানা বৃহস্পতি এবং মনু স্ত্রী-বুদ্ধির বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন। নারীর অধরে পীযুষ আর হৃদয়ে হলাহল, এই জন্যই উহাদের অধর আস্বাদন এবং হৃদয়ে পীড়ন করা কর্তব্য।
দাসীং হাত্যাতু লিঙ্গস্য নরকান্ন নিবর্ত্ততে-
কামার্তে/মাতরং গচ্ছেন গচ্ছেচ্ছিব চেটিকাম। (পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি খন্ডম ৭১৪ পৃঃ)
অর্থাৎ- শিবলিঙ্গ-সেবিকা দাসী হরণ করিলে চিরকাল নরক ভোগ হইয়া থাকে। কামার্ত হইয়া বরং মাতৃগমন করিবে তথাপি শিবলিঙ্গ-সেবিকা গমন করিবেনা।

শেষোক্ত শ্লোকটি লেখার পরে আর কিছু লেখার থাকেনা। এ বিশ্বে কোন কালে এমন বিবেকহীন, পাশুন্ড, অশুর, লাজ-লজ্জাহীন নরপশু কোথাও জন্মেছিল বলে শুনি নাই যে মাতৃগমন শব্দ মুখে উচ্চারণ করতে পারে।